

১৯ মার্চ ২০০৮, প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ ২০০৮ নিয়ে সুপ্র আয়োজিত মতবিনিময় সভায় বক্তাদের আহ্বান

## তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ জনস্বার্থে বাস্তবায়ন করতে হলে এর মুখবন্ধ এবং ধারা ৮ পূর্ণলিখন করতে হবে। অফিসিয়াল সিক্রেসি এ্যাক্ট বাতিল করতে হবে।

তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ ২০০৮ জনস্বার্থে বাস্তবায়ন করতে হলে এর মুখবন্ধ এবং ধারা-৮ পূর্ণলিখন করতে হবে। এই অধ্যাদেশের সাথে বিরোধপূর্ণ অফিসিয়াল সিক্রেসি এ্যাক্ট ১৯২৩ বাতিল করতে হবে। অন্যান্য আইনের সাথে কোথায় কোথায় এটা বিরোধপূর্ণ তা খুঁজে বের করতে হবে। তৃণমূল মানুষের কাছে তথ্য অবাধ করতে হবে। এজন্য আমরা প্রতিবেশি দেশ ভারত যেভাবে স্থানীয় সরকারের তথ্য তৃণমূল মানুষের কাছে অবাধ করেছে তার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারি। আজ ১৯ মার্চ ২০০৮ সকাল ১০.০০ টায় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হলে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) আয়োজিত 'জনস্বার্থে তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ বাস্তবায়ন করুন' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় আইন শালিশ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও মানবাধিকার কর্মী ড. হামিদা হোসেন এ কথা বলেন।

সভায় ব্যরিস্টার তানিয়া আমির বলেন, তথ্য পাওয়া হচ্ছে জনগণের অধিকার এবং রাষ্ট্র এটা নিশ্চিত করতে দায়বদ্ধ। এটা আমাদের সংবিধানে মতামত প্রকাশের যে মৌলিক অধিকারের বলা হয়েছে তার মধ্যেই নিশ্চিত রয়েছে কারণ মত প্রকাশ করতে হলে তথ্য লাগবে। এর অংশ হিসেবেই সরকারের সমস্ত তথ্য জনগণের কাছে ওয়েব সাইটের মাধ্যমে সহজলভ্য করতে হবে। যেগুলো সহজলভ্য করা যাবে না সেগুলো নির্দিষ্ট করতে হবে এবং তার কারণও উল্লেখ করতে হবে। এই আইনে ধারা ২-এর গ এর পয়েন্ট ২ দুই বাদ দিতে হবে। কারণ এর ফলে বেসরকারী সংস্থা ও সংগঠন যেগুলো সরকারিভাবে নিবন্ধিত সেগুলো অহেতুক হয়রানির শিকার হবে। এসব প্রতিষ্ঠান সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন জমা দেয়। সেই প্রতিবেদনগুলো স্বচ্ছ এবং ঐ কর্তৃপক্ষ যদি দায়িত্বশীল হয় তবে তার মাধ্যমেই এইসব নিবন্ধীকৃত সংস্থাগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব।

রাজনীতিক হায়দার আকবর খান রনো বলেন, রাষ্ট্রীয় নিরপত্তার নামে যে সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে, তা সীমিত করতে হবে। না হলে ফুলবাড়ি কয়লা খনির মতো জনবিরোধী চুক্তিগুলো সম্পর্কে দেশের মানুষ জানতে পারবে না। রাজনীতিক সাইফুল হক বলেন, দেশের ৮৫ শতাংশ মানুষ যাদের কাছে তথ্য নেই তারা জানে না তাদের জন্য সারে ভুক্তিকি কত? দেশের প্রতিরক্ষা বাজেট কত? তাদের কাছে তথ্য উন্মুক্ত করতে হবে। এই অধ্যাদেশের ধারা- ৮ কে পূর্ণলিখন না করলে এটা জনস্বার্থে না হয়ে জনবিরোধী হতে পারে।

কর্ণেল ফারুক খান (অব:) এমপি বলেন, এই সরকার তথ্য উন্মুক্ত করার জন্য আইন করেছে অথচ তারা তাদের কোন তথ্যই জনগণকে দিচ্ছে না। তাই আমি মনে করি এটাকে সরকার সুপারিশসহ খসড়া অবস্থায় রেখে দিক এবং নির্বাচিত সরকার এসে এটাকে সংসদে পাশ করুক। সাবেক সেনা প্রধান লে: জে: (অব:) মাহবুবুর রহমান খান বলেন, এই অধ্যাদেশে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং তথ্যকথিত প্রতিরক্ষার নামে যে সংরক্ষণ রাখা হয়েছে তা তুলে দিতে হবে। দেশের প্রতিরক্ষা বাজেট কত তা জানা অধিকার দেশের প্রতিটি নাগরিকের আছে। সমকালের উপসম্পাদক মোজাম্মেল মঞ্জু বলেন, এই অধ্যাদেশ মুখবন্ধ বিভ্রান্তি তৈরি করেছে। মুখবন্ধে অধ্যাদেশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। তথ্য কমিশনে একজন নারী প্রতিনিধি রাখতে হবে।

মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মাহফুজুল্লাহ বলেন, এই অধ্যাদেশে প্রতিবেশি দেশ বিশেষ করে ভারতের তথ্য অধিকার আইনের ভাল দিকগুলোর প্রতিফলন নেই। ভারতীয় আইনটিতে যেগুলো বিভিন্ন শর্তধীনে নিয়ন্ত্রিত আছে তা নির্দিষ্ট আছে। তাই বিভ্রান্তির অবকাশ নেই। এই আইনটি এই অবস্থায় বাস্তবায়িত হলে এর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। এই অধ্যাদেশে অনুযায়ী তথ্য না দিলে তার জন্য শাস্তির কথা বলা হয়নি শুধু ২৫ হাজার টাকা জরিমানার ব্যবস্থা রয়েছে এবং তাও করবে সরকারি আমলারা ফলে এখানে সাধারণ মানুষের তথ্য প্রাপ্তির ব্যাপারে আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে।

তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ ২০০৮ এর ওপরে সরকারের মতামত আহ্বানে সাড়া দিয়ে সুপ্র ২০টি জেলাসহ জাতীয় পর্যায়ে মতামত সংগঠনের জন্য কাজ করেছে। জেলা পর্যায়ে গণমানুষের মতামতসহ নাগরিক সমাজের মতামত সংগঠনের জন্য সুপ্র এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। সভা থেকে প্রাপ্ত থেকে সমস্ত সুপারিশ নির্ধারিত ই-মেইলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। মতবিনিময় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, রাজনীতিক রুহীন হোসেন খ্রিস, সুপ্র নির্বাহী সদস্য আহমেদ স্বপন মাহমুদ, ডরপ'র নির্বাহী পরিচালক এইচ এম নোমান সুপ্র জাতীয় পরিষদ সদস্য এম সালাম ও শামীমা আক্তার প্রমুখ।

বার্তা প্রেরক

বাসন্তি সাহা

সমন্বয়কারী- উন্নয়ন যোগাযোগ ও জেড্ডার, সুপ্র।